তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের আওতায় ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের এডিপিভুক্ত সমাপ্ত প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদনের উপর মন্ত্রণালয়/বিভাগভিত্তিক সার-সংক্ষেপ

ক্রঃ নং	মন্ত্রণালয়ের নাম	মোট সমাপ্ত প্রকল্পের নাম	সমাপ্ত প্রকল্পের ধরণ			মূল সময় ও ব্যয়ের তুলনায়				
			বিনিয়োগ প্রকল্প	কারিগরি সহায়তা প্রকল্প	জেডিসিএফ ভুক্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় ও ব্যয় উভয়ই অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় অতিক্রান্তের শতকরা হার (%) সর্বনিম্ন-সর্বোচ	ব্যয় অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	ব্যয় অতিক্রান্তের শতকরা হার (%) সর্বনিম্ন সর্বোচ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ	২	০১	১	-	২	২	১৬.৬৭% ১৬৭%	২	১৬.৬৭

১। সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যা : ২

২। সমাপ্ত প্রকল্পের ব্যয় ও মেয়াদ বৃদ্ধির কারণ: বেসিক আইসিটি স্কিল ট্রান্সফার আপটু উপজেলা লেভেল- ব্যয়: ২০৭৪.১৮লক্ষ টাকা, এশিয়ান উন্নয়ন ব্যাংক হতে অর্থ ছাড় করতে বিলম্ব হওয়ায় প্রকল্পটি শেষ করতে বিলম্ব হয়। আন্ত:খাত সমন্বয় করা হয়। Establishment of South Asia Sub-regional Economic Cooperation (SASEC) Information Highway (Bangladesh Part (2nd revised) প্রকল্পের ব্যয়: ২২৫৭.৩৮ লক্ষ টাকা, প্রকল্পের কিছু কাজ অসমাপ্ত থাকার কারণে ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়।

৩। সমাপ্তকৃত প্রকল্পের বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রধান প্রধান সমস্যা ও সুপারিশ :

সমস্যা		সুপারিশ	
৩.১	তৃণমুল পর্যায়ে সহকারী প্রোগ্রামারদের কাজের সমন্বয়ের কর্তৃপক্ষ না থাকায় সমন্বয়ের অভাব ছিল।। তারা DC অফিস, প্রোজেক্ট অফিস, এবং এ-টু-আই ওয়েব পোর্টাল এর কাজে ব্যস্ত থাকতেন। এই প্রকল্পের কার্য ক্রম যথাযথভাবে পরিচালিত হচ্ছে কিনা তা তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ নিয়মিত মনিটরিং করলে এই সমস্যা এড়ানো যেত।	৩.১	প্রকল্পের অর্থ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত কম্পিউটার ল্যাবগুলোকে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অংশ ও সম্পদ হিসেবে বিবেচনা করতে হবে। পুরনো কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক যন্ত্রাংশ যথাযথ মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ সহ প্রয়োজনীয় সকল দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে দিতে হবে। এজন্য প্রতিষ্ঠানেরই প্রয়োজনীয় বরাদ্দ থাকা প্রয়োজন।
৩.২	নিরবিছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য জেনারেটর থাকা অপরিহার্য। ল্যাবের সার্বিক কাজ পরিচালনার ও দেখাশুনার জন্য একজন অফিস সহকারীর প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।	৩.২	প্রশিক্ষণ ও ব্যবস্থাপনায় দক্ষ স্থায়ী প্রশিক্ষকের মাধ্যমে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ল্যাবগুলো সচল রাখা প্রয়োজন। সাথে সাথে প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহের জন্য শিক্ষার্থীদের থেকে নূন্যতম ফি ধার্য্য করা যেতে পারে।
৩.৪	কোথাও কোথাও সহকারী প্রোগ্রামারদের সাথে প্রতিষ্ঠান প্রধানদের অসহযোগিতার মনোভাব কাজে বিঘ্ন সৃষ্টি হয়েছে। স্কুল শিক্ষকদের মধ্য থেকে ল্যাব পরিচালনার জন্য আই টিতে প্রশিক্ষিত শিক্ষক থাকা দরকার।	৩.৩	একাধিক প্রশিক্ষক এবং সহকারীর মাধ্যমে ল্যাবগুলোর সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করা প্রয়োজন। এজন্য বিসিসির বিভাগীয় অফিস কর্তৃক নিয়মিত পরিদর্শন নিশ্চিত করতে হবে।

৩.৫	ল্যাব ব্যবস্থাপনায় নিয়জিত শিক্ষক/ সহকারী প্রোগ্রামারদের অফিস ব্যবাস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ নেই যার প্রয়োজন রয়েছে।	৩.৪	তৃণমূলপর্যায়ে আইসিটি ভিত্তিক দক্ষতা বিশেষ করে কম্পিউটার স ম্পর্কিত দক্ষতা ছড়িয়ে দেয়ার লক্ষ্যে নির্দিষ্ট রুটিন অনুযায়ী প্রশিক্ষণ চালু রাখা যেতে পারে। ইন্টারনেটের মাধ্যমে বহির্বিশ্বের সাথে যোগাযোগসহ অন্যান্য সুবিধা প্রাপ্তির লক্ষ্যে তৃণমূল পর্যায়ে এর ব্যবহার বৃদ্ধিকল্পে ল্যাবসমূহে স্থাপিত ইন্টারনেট সুবিধার যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করা যেতে পারে।
৩.৬	জেলা পর্যায়ে ইন্টরনেটের গতি অত্যন্ত খারাপ । এতে তথ্য যোগাযোগ বিষয়ে সুফল পাওয়া যাচ্ছেনা।	৩.৫	প্রকল্পের প্রতিষ্ঠানের সকল শিক্ষকের জন্য আইসিটি প্রশিক্ষণ বাধ্যতামূলক করা যেতে পারে। ক্লাশে শিক্ষকদের জন্য Power Point Presentation এর মাধ্যমে শিক্ষা প্রদানে উৎসাহিত করতে হবে।
	ল্যাব রক্ষনাবেক্ষণ বাবদ প্রকল্প বা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের কোন বরাদ্দ নেই ফলে সামান্য ত্রুটির জন্য কোথাও কোথাও কম্পউটারসহ অন্যান্য যন্ত্রপাতি অচল হয়ে পড়ে আছে। ল্যাব রক্ষনাবেক্ষণ বাবদ প্রকল্প বা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের কোন বরাদ্দ নেই ফলে সামান্য ত্রুটির জন্য কোথাও কোথাও কম্পউটারসহ অন্যান্য যন্ত্রপাতি অচল হয়ে পড়ে আছে। ল্যাব রক্ষনাবেক্ষণ বাবদ প্রকল্প বা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের কোন বরাদ্দ নেই ফলে সামান্য ত্রুটির জন্য কোথাও কোথাও কম্পউটারসহ অন্যান্য যন্ত্রপাতি অচল হয়ে পড়ে আছে।	৩.৬	সকল সরকারী-বেসরকারী স্কুল কলেজ ও মাদ্রসায় কম্পিউটার ল্যাব করা প্রয়োজন। ল্যাব ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা হলে শিক্ষার্থীদের কম্পিউটার ভীতি দূর হবে এবং তথ্য-প্রযুক্তির সাথে সকল শিক্ষার্থীদের পরিচয় ঘটবে।
৩.৭	ল্যাব রক্ষনাবেক্ষণ বাবদ প্রকল্প বা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের কোন বরাদ্দ নেই ফলে সামান্য ত্রুটির জন্য কোথাও কোথাও কম্পউটারসহ অন্যান্য যন্ত্রপাতি অচল হয়ে পড়ে আছে।	৩.৭	আইসিটি শিক্ষার সম্প্রসারণের জন্য স্থানীয় তরুণদের ও উপজেলা/ইউনিয়নের ই-সেন্টার অপারেটরদের প্রশিক্ষত করার জন্য নিয়মিত আইসিটি প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে।
৩.৮	সকল সরকারী-বেসরকারী স্কুল-কলেজ ও মাদ্রাসায় কম্পিউটার ল্যাব নাই। কিছু শিক্ষার্থীদের কম্পিউটার ভীতি আছে এবং তথ্য-প্রযুক্তির সাথে সকল শিক্ষার্থীর পরিচয় নেই।	৩.৮	আইসিটি বিষয়ে স্থানীয় আগ্রহীদের প্রকল্পের ল্যাব ইন্টারনেট/সাইবার সেন্টার হিসাবে ব্যবহার করার ব্যবস্থা রাখা যেতে পারে। তবে ল্যাবটি স্থানীয় সাইবার সেন্টার হিসেবে ব্যবহার করতে হলে নিরাপত্তার বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে।
		৩.৯	বিশ্ব আইসিটি বাজারে প্রবেশ এবং তুলনামূলক সুবিধা লাভ করার জন্য দক্ষ আইসিটি জনশক্তি তৈরী ও তাদেরকে বিদেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির কর্মসূচী গ্রহন করা যেতে পারে।
		৩.১০	চলমান প্রকল্পের লব্ধ অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে পরবর্তীতে E-learning এবং Digital Content উন্নয়ন এবং শিক্ষা ক্ষেত্রে সব সময় ব্যবহার বিষয়ক একটি প্রকল্প গ্রহন করা যেতে পারে।
		৩.১১	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ/ শিক্ষা মন্ত্রণালয় এ প্রকল্পের আওতায় প্রতিটি উপজেলায় আইসিটিতে প্রশিক্ষিত শিক্ষকদেরকে স্ব স্ব উপজেলার শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দেয়ার দায়িত্ব প্রদান করতে পারে।

		৩.১২	ঘন ঘন প্রকল্প পরিচালক রদবদল প্রকল্প বাস্তবায়নে সমস্যা সৃষ্টি করে। তাই প্রকল্প বাস্তবায়নকালে প্রকল্প পরিচালক রদবদল পরিহার করতে হবে।
		৩.১৩	সমাপ্ত প্রকল্পের দ্রুত External Audit সম্পন্ন করতে হবে এবং Audit প্রতিবেদন আই এম ই বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।
৩.৯	রিজিওনাল নেটওয়ার্ক স্থাপনে বিলম্ব হওয়াঃ প্রকল্পের প্রধান কম্পোনেন্ট রিজিওনাল নেটওয়ার্কটি (বাংলাবান্দা পর্যন্ত অপটিক্যাল ফাইবারসহ ট্রান্সমিশন যত্রপাতি স্থাপন) বাস্তবায়নের জন্য বিটিসিএল এর সাথে আইসিটি বিভাগের চুক্তি হয়। তবে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের অর্থ ছাড় হতে বিলম্ব হওয়ার কারণে কম্পোনেন্টটির বাস্তবায়ন কাজ সম্পাদনে কিছুটা বিলম্ব হয়।	৩.১৪	প্রকল্পের আওতায় স্থাপিত ৩০টি উপজেলা তথ্য ও সেবা কেন্দ্রসমূহ টেকসই করার লক্ষ্যে আইসিটি বিভাগ যথাযথ নীতিমালা প্রণয়ন পালন করতে পারে।
৩.১০	রিজিওনাল কানেকট্রিভিটি চালু না হওয়াঃ বর্ণিত কাজ বিলম্বে শেষ হলেও ভারতীয় কর্তৃপক্ষের (বিএসএনএল) প্রত্তুতির অভাবে শিলিগুড়ি Network Operation Centre (NOC) এর মাধ্যমে সাসক দেশসমূহের মধ্যে নির্ধারিত রিজিওনাল কানেক্টিভিটি এখনও চালু করা সম্ভব হয়নি। এক্ষেত্রে সাসেক আমব্রেলা হিসেবে এডিবি'র সহযোগিতাও প্রয়োজন ছিল।	৩.১৫	বিটিসিএল প্রকল্পের পার্টনার হওয়ায় রিজিওনাল কানেক্টিভিটি (৫৬ কি:মি: অপটিক্যাল ফাইবারসহ ট্রান্সমিশন যন্ত্রপাতির) রক্ষণাবেক্ষণ ও চালুর বিষয়ে ভারতীয় কর্তৃপক্ষের (বিএসএনএল) সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে। এ প্রেক্ষিতে রক্ষণাবেক্ষনের বিষয়ে SASEC হতে প্রয়োজনীয় নীতিমালা প্রণয়নে বাংলাদেশ সক্রিয় ভূমিকা পালন করবে। প্রয়োজনে এডিবি এক্ষেত্রে কি ধরণের ভূমিকা রাখতে পারে তা নির্ধারণ করে তাদেরকে সক্রিয় হওয়ার জন্য আইসিটি বিভাগ অনুরোধ করতে পারে।
৩.১১	প্রকল্প সংশ্লিষ্ট ডিপিপি বর্হিভূত কাজ বিলম্বিত হওয়াঃ প্রকল্পের ডিপিপি বহির্ভূত কিন্তু প্রকল্প সংশ্লিষ্ট আরটিএন গ্র্যান্ট ফান্ড (১.১ মিলিয়ন ডলার) ও সংশ্লিষ্ট কর্মকান্ড বাস্তবায়িত না হওয়ায় প্রকল্প বাস্তবায়নে সমস্যার সৃষ্টি হয়।	৩.১৬	এই প্রকল্পের আওতায় ৩০টি উপজেলা তথ্য সেবা কেন্দ্র চালু হওয়ায় উক্ত উপজেলাসমূহে তথ্য সেবা জনগণের দোরগোড়ায় পৌছে দেয়া হয়েছে। অন্যান্য উপজেলাসমূহে এই সকল তথ্য সেবা কেন্দ্র/কমিউনিটি ই-সেন্টার চালুর ব্যাপারে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে। ইউনিয়ন তথ্য কেন্দ্র অপেক্ষা উপজেলা তথ্য কেন্দ্রকে সুপরিসর আকারে করতে হবে। কম্পিউটার এর সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে যাতে একই সাথে একাধিক ব্যক্তি এর সুবিধা/সুফল পেতে পারে।
		৩.১৭	পরবর্তী যে কোন প্রকল্প শেষ হওয়ার পর সমাপ্তি প্রতিবেদন মূল্যায়নের জন্য প্রকল্প সংশ্লিষ্ট নথিপত্র সংরক্ষণ করতে হবে এবং বিভাগের একজন কর্মকর্তাকে এর রক্ষনাবেক্ষণের দায়িত্ব দেয়া যেতে পারে।
		৩.১৮	আর্থিক স্বচ্ছতার স্বার্থে প্রকল্পটির অডিট আপত্তিসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তি করতে হবে।

"Establishment of South Asia Sub-regional Economic Cooperation (SASEC) Information Highway (Bangladesh Part (2nd revised)" শীর্ষক প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়নপ্রতিবেদন

(সমাপ্ত : জুন, ২০১৪)

১। **প্রকল্পের নাম** : **"Establishment of South Asia Sub-regional Economic Cooperation (SASEC) Information Highway (Bangladesh Part (2nd revised)"**

২। **প্রকল্পের অবস্থান** : ঢাকার মগবাজার, পঞ্চগড়, ঠাকুরগাঁও, চুয়াডাঙা ও মেহেরপুর

৩। **উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ** : তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ/ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

৪। **বাস্তবায়নকারী সংস্থা** : তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ এবং বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন কো: লি:

৫। **প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয় :**

(লক্ষ টাকায়)

অনুমোদিতব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	অনুমোদিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল অনুমোদিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের (%)
মূল	সর্বশেষ সংশোধিত (২য় সংশোধিত)		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
২৯৪০.০০ (প্রঃ সাঃ- ২১৭০.০০)	২৮৬০.৫৭ (প্রঃ সাঃ- ১৯৯৩.৪৯)	২২৫৭.৩৮ (প্রঃ সাঃ- ১৬৩৬.৬০)	জুলাই, ২০১০ হতে ডিসেম্বর, ২০১১	জুলাই, ২০১০ হতে মার্চ,২০১৪	জুলাই, ২০১০ হতে জুন,২০১৪	(-) ৬৮২.৬২ (২৩.২২%)	২ বছর ৬ মাস (১৬৭%)

- মূল অনুমোদিত প্রকল্প ব্যয় হতে প্রকৃত ব্যয় ৬৮২.৬২ লক্ষ টাকা হ্রাস পেয়েছে।

৬। **প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন :**

(তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ হতে প্রাপ্ত পিসিআর এর তথ্য অনুযায়ী)

ক্র: নং	সর্বশেষ সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী কাজের অংগ	পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
		আর্থিক	বাস্তব পরিমাণ	আর্থিক	বাস্তব পরিমাণ
১	২	৩	৪	৫	৬
১.	জনবল ও সংস্থাপন ব্যয়	১৭.৮৬	৫ জন	১১.৬২	৩ জন
২.	ভাতাদি	২২.২২	৫ জন-	১৩.৮৫	৪ জন
৩.	সরবরাহ এবং সার্ভিস	১৮৪.০০	থোক	১০৫.১০	থোক
৪.	কনসালট্যান্ট	১৮০.০০	৬৪ জনমাস	১১৫.৯৯	৬৪ জনমাস
৫.	মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	১০০.০০	থোক	৬.৪১	থোক
	উপ-মোটঃ	**৫০৪.০৮**		**২৫২.৯৫**	

৬.	সাসেকের যন্ত্রপাতি	১৭৯৮.৮৭	থোক	১৫১৭.৯৯	-
৭.	কম্পিউটার যন্ত্রপাতি	৯.৫০	১০ টি	৯.৫০	১০ টি
৮.	অফিস যন্ত্রপাতি	২০.৭০	২৬ টি	১৮.৯৮	২৪ টি
৯.	অফিস ফার্ণিচার	৮.৪২	৮১ টি	৮.৩৫	তথ্য পাওয়া যায়নি
১০.	টেলিকম যন্ত্রপাতি	৩.০০	১০ টি	৩.০০	১০ টি
১১.	অন্যান্য	১১০.০০	৫৮ টি	৭৫.৭৫	৫৬ টি
১২.	টেলিকম লাইন	২৯০.০০	থোক	২৮২.৮৬	থোক
১৩.	ভ্যাট এন্ড ট্যাক্স	৮৮.০০	থোক	৮৮.০০	থোক
১৪.	ইন্টারনেট	২৮.০০	থোক	-	-
	মোট :	**২৮৬০.৫৭**		**২২৫৭.৩৮**	

৭। কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণঃ

এই প্রকল্পের অধীন কোন কাজ অসমাপ্ত নেই।

৮। প্রকল্পের পটভূমিঃ

উপ-আঞ্চলিক (Sub-Regional) পর্যায়ের দেশগুলোর সাথে আইসিটি মহা-সড়কে যুক্ত হয়ে শক্তিশালী আইসিটি নেটওয়ার্ক স্থাপনের মাধ্যমে "ডিজিটাল বাংলাদেশ" প্রতিষ্ঠার পদক্ষেপকে ত্ব রান্বিত করা, আন্ত:দেশীয় সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে পল্লী অঞ্চলে তথ্য প্রবাহ নিশ্চিত করে দক্ষ মানব সম্পদ সৃষ্টিতে সক্ষমতা বৃদ্ধি , সাব-মেরিন ক্যাবলের ব্যবহার সহজ ও জনপ্রিয় করা এবং সীমাবদ্ধতা দূর করা , আইসিটি সেবাসমূহ বিশ্বমানে উন্নতি করা এবং এর ব্যাপক সম্প্রসারণ ইন্টারনেট ব্যবস্থার উন্নয়ন করে আইসিটি মার্কেট স্থাপন এবং আইসিটি খাতের সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমে পল্লী অঞ্চলে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে পল্লী জনগোষ্ঠির ক্ষমতায়নের নতুন ক্ষেত্র সৃষ্টি করা। South Asian Sub-Regional Economic Co-operation (SASEC) দেশগুলো (বাংলাদেশ, ভারত, নেপাল ও ভূটান) মাষ্টার প্ল্যান প্রণয়ন করে তিনটি বিষয়ে গুরুত্ব প্রদান করেছে (ক) দেশসমূহের মধ্যে সরাসরি সংযোগ (খ) পল্লী এলাকায় জনগণের জন্য সহজ সংযোগ ও (গ) মানব সম্পদের সক্ষমতা বৃদ্ধি। এ উদ্দেশ্যে সেপ্টেম্বর , ২০০৬ এ ঢাকায় অনুষ্ঠিত Information Communication Technology Working Group (ICTWG) এর সভায় এ আঞ্চলিক দেশগুলোতে একটি SASEC Information Highway স্থাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এ লক্ষ্যে বাংলাদেশ , ভারত, নেপাল ও ভূটানের মধ্যে সরাসবি অপটিক্যাল ফাইবার নেটওয়ার্ক স্থাপনের জন্য একটি রিজিওনাল প্রকল্প গ্রহণের সিদ্ধা ন্ত গৃহীত হয়। এ লক্ষ্যে SASEC ভূক্ত দেশসমূহের (বাংলাদেশ, ভারত, নেপাল, ও ভূটান) আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য দক্ষিণ এশীয় উপ -আঞ্চলিক অর্থনৈতিক সহযোগিতা (সাসেক) প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। পলিসি প্রণেতাগণ আইসিটি ব্যবহারের মাধ্যমে গ্রামীন জণগনের সামর্থ্য ও ক্ষমতা বৃদ্ধি করে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ত্বরান্বিত করার বিষটি অনুবাধন করেন। তাই স্থানীয় ও আঞ্চলিকভাবে আইসিটি নেটওয়ার্ক ও ডিজিটাল কানেক্টিভিটি গড়ে তোলার বিষয়ে বর্ণিত দেশসমূহ একমত হন। এ প্রেক্ষাপটে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) এর ঋণ সহায়তায় সাসেক ইনফরমেশন হাইওয়ে প্রকল্পটি প্রণয়ন করা হয়।

৯। প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

ক) সাসেক দেশসমূহের মধ্যে রিজিওনাল আইসিটি কানেক্টিভিটির নিমিত্তে অবকাঠামোগত সুবিধা সম্প্রসারণ; এবং

খ) গ্রামীন জনগণের দোরগোড়ায় তথ্যসেবা সহজলভ্য করে জনগণের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থানে সুযোগ সৃষ্টি।

১০। প্রকল্প অনুমোদনঃ

আলোচ্য প্রকল্পটি ২৩/০৩/২০১০ তারিখে ২৯৪০.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই , ২০১০ হতে ডিসেম্বর, ২০১১ মেয়াদে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে একনেক বৈঠকে অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে প্রকল্পের মেয়াদ ডিসেম্বর , ২০১৩ পর্যন্ত করা হয়। অতপর ৩/২/২০১৪ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক জুন , ২০১৪ পর্যন্ত মেয়াদ বৃদ্ধি/ দুবার সংশোধন করা হয়েছে। তাই এ অংশটি এবং ১৮৬০.৫৭ লক্ষ টাকায় সংশোধিত প্রকল্প অনুমোদিত হয়।

১১। প্রকল্পের অর্থায়নঃ

(লক্ষ টাকায়)

প্রকল্প দলিল	মোট	সংশোধনের সময়	প্রকল্প সাহায্য	মন্তব্য
মূল	২৯৮০.০০	২৩/০৩/২০১০		বাংলাদেশ সরকারের অর্থ অনুদান হিসেবে প্রদান করা হবে। এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক ঋণ হিসেবে প্রকল্প সহায়তা প্রদান করবে।
১ম সংশোধন	২৯৮০.০০	২৯/১২/২০১১	২১৭০.০০	
২য় সংশোধন	২৮৬০.৫৭	০৫/০২/২০১৪	১৯৯৩.৪৯	

১১২। পরিদর্শনঃ

আইএমই বিভাগের পরিচালক (শিল্প) জনাব মোঃ নিয়াজুল হক গত ১২/০৪/২০১৫ তারিখে বিসিসি ভবনস্থ প্রকল্প অফিস পরিদর্শন করেন। এই সময় জুন , ২০১৪ এ সমাপ্ত আলোচ্য প্রকল্পের কোন কর্মকর্তা কর্মচারীদের পাওয়া যায়নি। আইসিটি বিভাগে কর্মরত উপ -প্রধান এর সহযোগিতায় কিছু তথ্য সংগ্রহ করা হয়। সর্বশেষ কর্মরত প্রকল্প পরিচালক জনাব মোঃ এমদাদুল হক, অতিরিক্ত সচিব অন্যত্র বদলী হয়ে যাওয়ায় এ ব্যাপারে তার সাথে টেলিফোনে যোগাযোগ করে কিছু তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে তার ভিত্তিতে এ প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে।

১৩। প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনঃ

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	প্রকৃত অর্জন
সাসেক দেশসমূ হের মধ্যে রিজিওনাল কানেক্টিভিটির নিমিত্তে অবকাঠামোগত সুবিধা সম্প্রসারণ	প্রকল্পের আওতায় বিটিসিএল এর পঞ্চগড় এক্সচেঞ্জ হতে ভারত সংলগ্ন বাংলাবান্দা বর্ডার পর্যন্ত ৫৬ কিঃ মিঃ অপটিক্যাল ফাইবার সংযোগ স্থাপন করা হয়েছে। ভারতের শিলিগুড়ি Network Operation Centre (NOC) এর মাধ্যমে সাসেক দেশসমূহের মধ্যে রিজিওনাল কানেক্টিভিটির জন্য পঞ্চগড় , তেঁতুলিয়া, ঠাকুরগাঁও, মেহেরপুর, চুয়াডাঙ্গা ও ঢাকা মগবাজার বিটিসিএল এক্সচেঞ্জ ট্রান্সমিশন যন্ত্রপাতি স্থাপন করা হয়েছে। তবে ভারত কর্তৃপক্ষ (বিএসএনএল) কর্তৃক সংযোগ সম্পন্ন না হওয়ায় রিজিওনাল কানেক্টিভিটি চালুর অপেক্ষায় রয়েছে।
গ্রামীন জনগণের দোরগোড়ায় তথ্যসেবা সহজলভ্য করে জনগণের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থানে সুযোগ সৃষ্টি।	অপটিক্যাল ফাইবার সংযোগ , সোলার সিস্টেম স্থাপন , কম্পিউটারসহ অন্যান্য আইটি সরঞ্জাম ও

	আসবাবপত্রসহ সারা দেশের ৩০টি উপজেলা কমপ্লে ক্স উপজেলা তথ্য ও সেবা কেন্দ্র /কমিউনিটি ই -সেন্টার (সিইসি) স্থাপন করা হয়েছে। প্রতিটি কেন্দ্রে ২ এমবিপিএস ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সংযোগের মাধ্যমে জনগণের দোরগোড়ায় তথ্য সেবার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। প্রতিটি কেন্দ্রে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার তত্ত্বাবধানে দুইজন করে উদ্যোক্তা নিয়োজিত করা হয়েছে।

১৪। প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্যঃ

প্রকল্পের শুরু শেষ পর্যন্ত নিম্নোক্ত ০২ জন কর্মকর্তা বিভিন্ন মেয়াদে প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন। একজন কর্মকর্তা অতিরিক্ত দায়িত্বে এবং অপর কর্মকর্তা সার্বক্ষনিক দায়িত্ব পালন করেন।

ক্র: নং	নাম ও পদবী	মেয়াদকাল
১.	শ্যামা প্রসাদ বেপারী, যুগ্ম-সচিব, আইটি বিভাগ (অতিরিক্ত দায়িত্বে)	১৩/১১/২০১০ হতে ২৩/১২/২০১২
২.	মোঃ এমদাদুল হক, যুগ্ম-সচিব (সার্বক্ষনিক)	২৩/১২/২০১২ হতে ৩০/০৬/২০১৪

১৫। পর্যবেক্ষণঃ

প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কেউ না থাকায় প্রকল্প এলাকা সরেজমিনে পরিদর্শন করা সম্ভব হয়নি। তবে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কিছু চিত্র সংগ্রহ করে সংযোজন করা হলঃ



কেরাণীগঞ্জ উপজেলায় তথ্য ও সেবা কেন্দ্রের উদ্বোধন



সাসেক্স স্থাপিত নেটওয়ার্ক



উপজেলা তথ্য ও সেবা কেন্দ্রে স্থাপিত সোলার প্যানেল



স্থাপিত তথ্য ও সেবা কেন্দ্রের সেবা গ্রহণ



সাসেক্স ইনফরমেশন হাইওয়ে



ঝিকরগাছা উপজেলায় স্থাপিত তথ্য ও সেবা কেন্দ্র

১৪.১ <u>অতিরিক্ত অব্যয়িত অর্থ জমা প্রদানের তথ্যঃ</u> এ সংক্রান্ত তথ্য পাওয়া যায়নি।

১৬। <u>বছরওয়ারী এডিপি বরাদ্দ ও ব্যয়ঃ</u>

(লক্ষ টাকায়)

অর্থ বছর	এডিপি/আরএডিপি বরাদ্দ	বরাদ্দের বিপরীতে ব্যয়
২০১০-১১	৫৫.০০	৪২.৭৬
২০১১-১২	১২৬.০০	১১৫.৬৮
২০১২-১৩	৫৭৫.০০	৫১২.৪৪
২০১৩-১৪	১৯৫৫.০০	১৫৮৬.৫০
মোটঃ	**২৭১১.০০**	**২২৫৭.৩৮**

১৭। প্রকল্পের প্রধান প্রধান ক্রয় সংক্রান্ত তথ্যঃ

IFB no./ package no./ sub package no	Description of procurement (goods/works/ consultancy) As per bid document	Tender/Bid/proposal cost		Tender/Bid/proposal		Date of completion of works/services and supply of good	
		As per PP (in lakh Taka)	Contracted value	Invitation date	Contract signing/ L.C opening Date	As per Contract	Actual
(A) Regional Network: Contract No-DP/F-1/IR/ SASEC ADB/ 2011-12/Part-2/25 dated: 27-03-2013	Procurement of Supply, Installation, Testing and Commissioning of IP Network Equipment, Optical SDH Transmission Equipment and Optical Fiber Cable Network between Panchagarh and Banglabandha Under SASEC information Highway project On Turnkey Basis	২২,৮৬,৮৭,০০০/-	৬৬২,৬২,৪৭২/- ইউএসডি ৪,৬৪,৮২৬.৯৪	০৬ জুন, ২০১২	২৭ মার্চ, ২০১৩ এবং এলসি খোলা- ২২ মে, ২০১৩	আগষ্ট, ২০১৩	May, 2014 (More time require for opening of LC by BTCL. Long term water stagnation and active water drive along RN site. Reimport of lost equipments from Biman cargo and pre-national polls political turmoil also)
(B) Village Network: contract No-SASEC VNO1Date: 22 August, 2013	Supply, installation, Testing and Commissioning of Access Optical Fiber cable Link. IT Accessories and other Sub-Systems related to establishment of Community- e-centres (CeCs) 30 Upazilas under the ASEC information Highway Project on Turkey Basis"		৯,৯১,৪৪,৪৮০/- + ইউএসডি ৫৭৫০০	১৯ এপ্রিল,২০১৩	২২ আগষ্ট,২০১৪	জানুয়ার, ২০১৪	May, 2014 (More time require for survey, design and establishment of additional 05 CeCs and pre-National polls political turmoil also)
	Consulting Services	সর্বশেষ সংশোধিত ডিপিপি অনুয়ায়ী ১,৮০,০০,০০০/-	১,৮৫,৯২,০০০/-	ডিসেম্বর ০৪, ২০১০	২৫-০৫-২০১১	১৪ মাস (৬৪ জনমাস)	Until june, 2014

১৮। বাস্তাবায়ন সমস্যাঃ

১৭.১ রিজিওনাল নেটওয়ার্ক স্থাপনে বিলম্ব হওয়াঃ প্রকল্পের প্রধান কম্পোনেন্ট রিজিওনাল নেটওয়ার্কটি (বাংলাবান্দা পর্যন্ত অপটিক্যাল ফাইবারসহ ট্রান্সমিশন যন্ত্রপাতি স্থাপন) বাস্তবায়নের জন্য বিটিসিএল এর সাথে আইসিটি বিভাগের চুক্তি হয়। তবে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের অর্থ ছাড় হতে বিলম্ব হওয়ার কারণে কম্পোনেন্টটির বাস্তবায়ন কাজ সম্পাদনে কিছুটা বিলম্ব হয়।

১৭.২ রিজিওনাল কানেকট্রিভিটি চালু না হওয়াঃ বর্ণিত কাজ বিলম্বে শেষ হলেও ভারতীয় কর্তৃপক্ষের (বিএসএনএল) প্রস্তুতির অভাবে শিলিগুড়ি Network Operation Centre (NOC) এর মাধ্যমে সাসক দেশসমূহের মধ্যে নির্ধারিত রিজিওনাল কানেক্টিভিটি এখনও চালু করা সম্ভব হয়নি। এক্ষেত্রে সাসেক আমব্রেলা হিসেবে এডিবি 'র সহযোগিতাও প্রয়োজন ছিল।

১৭.৩ প্রকল্প সংশ্লিষ্ট ডিপিপি বর্হিভূত কাজ বিলম্বিত হওয়াঃ প্রকল্পের ডিপিপি বহির্ভূত কিন্তু প্রকল্প সংশ্লিষ্ট আরটিএন গ্র্যান্ট ফান্ড (১.১ মিলিয়ন ডলার) ও সংশ্লিষ্ট কর্মকান্ড বাস্তবায়িত না হওয়ায় প্রকল্প বাস্তবায়নে সমস্যার সৃষ্টি হয়।

১৯। সুপারিশঃ

১৮.১ প্রকল্পের আওতায় স্থাপিত ৩০টি উপজেলা তথ্য ও সেবা কেন্দ্রসমূহ টেকসই করার লক্ষ্যে আইসিটি বিভাগ যথাযথ নীতিমালা প্রণয়ন পালন করতে পারে।

১৮.২ বিটিসিএল প্রকল্পের পার্টনার হওয়ায় রিজিওনাল কানেক্টিভিটি (৫৬ কি:মি: অপটিক্যাল ফাইবারসহ ট্রান্সমিশন যন্ত্রপাতির) রক্ষণাবেক্ষণ ও চালুর বিষয়ে ভারতীয় কর্তৃপক্ষের (বিএসএনএল) সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে। এ প্রেক্ষিতে রক্ষণাবেক্ষনের বিষয়ে SASEC হতে প্রয়োজনীয় নীতিমালা প্রণয়নে বাংলাদেশ সক্রিয় ভূমিকা পালন করবে। প্রয়োজনে এডিবি এক্ষেত্রে কি ধরণের ভূমিকা রাখতে পারে তা নির্ধারণ করে তা দেরকে সক্রিয় হওয়ার জন্য আইসিটি বিভাগ অনুরোধ করতে পারে।

১৮.৩ এই প্রকল্পের আওতায় ৩০টি উপজেলা তথ্য সেবা কেন্দ্র চালু হওয়ায় উক্ত উপজেলাসমূহে তথ্য সেবা জনগণের দোরগোড়ায় পৌছে দেয়া হয়েছে। অন্যান্য উপজেলাসমূহে এই সকল তথ্য সেবা কেন্দ্র /কমিউনিটি ই-সেন্টার চালুর ব্যাপারে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে। ইউনিয়ন তথ্য কেন্দ্র অপেক্ষা উপজেলা তথ্য কেন্দ্রকে সুপরিসর আকারে করতে হবে। কম্পিউটার এর সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে যাতে একই সাথে একাধিক ব্যক্তি এর সুবিধা/সুফল পেতে পারে।

১৮.৪ পরবর্তী যে কোন প্র কল্প শেষ হওয়ার পর সমাপ্তি প্রতিবেদন মূল্যায়নের জন্য প্রকল্প সংশ্লিষ্ট নথিপত্র সংরক্ষণ করতে হবে এবং বিভাগের একজন কর্মকর্তাকে এর রক্ষনাবেক্ষণের দায়িত্ব দেয়া যেতে পারে।

১৮.৫ আর্থিক স্বচ্ছতার স্বার্থে প্রকল্পটির অডিট আপত্তিসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তি করতে হবে।

১৮.৬ অনুচ্ছেদ ১৮.১ হতে ১৮.৫ পর্যন্ত সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থাবলী আগামী ০১ মাসের মধ্যে আইএমইডিকে অবহিত করতে হবে।

“বেসিক আইসিটি স্কিল ট্রান্সফার আপটু উপজেলা লেভেল” শীর্ষক প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন
(সমাপ্তঃ জুন, ২০১৪)

১। প্রকল্পের অবস্থান : **“বেসিক আইসিটি স্কিল ট্রান্সফার আপটু উপজেলা লেভেল”**

২। প্রকল্পের অবস্থান : ৬৪ জেলার ৪৮৭ উপজেলা

৩। উদ্যোগী মন্ত্রনালয়/বিভাগ : তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ

৪। বাস্তবায়নকারী সংস্থা : বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল (বিসিসি)

৫। প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয় :

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয় (প্র:সা:)	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল অনুমোদিত বাস্তবায়ন কালের %)
মূল (প্র:সা:)	সর্বশেষ সংশোধিত (প্র:সা:)		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১৯৪৮.৯৩	২১৪৩.০০	২০৭৪.১৮	জানুয়ারি, ২০১১ হতে ডিসেম্বর, ২০১৩	জানুয়ারি, ২০১১ হতে জুন, ২০১৪	জানুয়ারি, ২০১১ হতে জুন, ২০১৪	(+) ১২৫.২৫ (৬.৪৩%)	৬ মাস (১৬.৬৭%)

প্রকল্পের মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ২১৪৩.০০ লক্ষ টাকা, যার পুরোটাই জিওবির টাকা এবং এ টাকা থেকে মোট ২০৭৪.১৮ টাকা ব্যয় হয়েছে। তবেমূল অনুমোদিত প্রকল্প ব্যয় হতে প্রকৃত ব্যয় ১২৫.২৫ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে।

৫। প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়নঃ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ হতে প্রাপ্ত PCR এর তথ্য অনুযায়ী প্রকল্পটির অংগভিত্তিক বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতি নিম্নরূপঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্র: নং	ডিপিপি অনুযায়ী কাজের অংগ	পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
		Financial	Physical Quantity	Financial	Physical Quantity (%)
১	২	৩	৪	৫	৬
1	Pay of officers	১০৯৮.৯৩	১৪৭ জন	১,০৩৭.৮৬	১০০%
2	Training	৭৭১.৯৬	৮৮২০ , ৪৬০	৭৬৭.৫৪	১০০%
3	Electricity (for Project Office)	৮.১০	৪২	৮.১০	১০০%
4	Repairs, Maintenance & Rehabilitation	৭০.৫০	১৭৪ , ৫১	৭০.৫০	১০০%
5	Supplies & Services (except training & electricity bill)	৭৪.১৮		৭০.৮৪	

6	Vehicle (rent)	১	-	-	কোন গাড়ি ভাড়া করা হয়নি
7	Computer Hardware, Accessories & Software, Furniture	১১৯.৩৩	১৬০ , ১২ ,	১১৯.৩৩	১৬০ , ১২
		২,১৪৩.০০		২,০৭৪.১৮	

৬। কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণঃ

সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ ও অনুযায়ী প্রকল্পের কোন কাজ অসমাপ্ত নেই।

৭। প্রকল্পের পটভূমিঃ

কম্পিউটার বিজ্ঞান এসএসসি ও এইচএসসি স্তরের ঐচ্ছিক বিষয় হিসাবে অন্তর্ভুক্ত আছে। কম্পিউটার বিষয় চালু করার জন্য প্রশিক্ষিত শিক্ষক এবং পর্যাপ্ত কম্পিউটার থাকা অপরিহার্য। দেশের শিক্ষা খাতের উন্নতি এবং সহযোগিতার জন্য ১৯৯৪ সালে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল কর্তৃক অনুমোদিত একটি পাইলট প্রকল্প প্রবর্তিত হয়, যার বাস্তবায়ন কাল ছিল ০১-০১-১৯৯৫ থেকে ৩০-০৬-১৯৯৬ পর্যন্ত। উক্ত প্রকল্পের অধীনে ১০০ সেট কম্পিউটার এবং এক্সেসরিজ বেসরকারি মাধ্যমিক স্কুলে বিতরণ করা হয় এবং ১৫ সেট কম্পিউটার দেশের ৩টি শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজের মধ্যে বিতরণ করা হয়।

উল্লেখিত প্রকল্পের সমাপ্তির পর বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল ২য় পর্যায়ে একই ধরনের আরও একটি প্রকল্প জুলাই, ১৯৯৮ থেকে জুন, ২০০০ পর্যন্ত সময়ে বাস্তবায়ন করে । ঐ প্রকল্পের অধীনে বেসরকারী মাধ্যমিক স্কুলের কম্পিউটার ল্যাবরেটরি উন্নয়নের জন্য ৩৯৬ সেট কম্পিউটার ও প্রয়োজনীয় এক্সেসরিজ বিতরণ করা হয় এবং ২০০ জন শিক্ষককে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এই পর্যায়ে দেশের প্রতিটি নির্বাচনী এলাকার একটি স্কুলে অন্তত একটি কম্পিউটার বিতরণ করা হয়।

প্রকল্পের ২য় পর্যায়ের সমাপ্তির পর ৩য় পর্যায়ের বাস্তবায়ন করা হয় জুলাই ২০০০ থেকে জুন ২০০৪ পর্যন্ত। এই পর্যায়ে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ৮৩৭ সেট কম্পিউটার বিতরণ করা হয় এবং ৮৩৮ জন শিক্ষককে কম্পিউটার বিজ্ঞানে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

২য় এবং ৩য় পর্যায়ের সমাপ্তির পর ২০০৯-২০১০ অর্থ বছরে উপজেলা পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিসিসি ১৬১০টি কম্পিউটার ল্যাব প্রতিষ্ঠিত করে এবং রাজস্ব বাজেটের আওতায় ১৪৫৫ জন শিক্ষককে ১০ দিনের “ICT essential for teachers” স্বল্প মেয়াদি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল কর্তৃক বাস্তবায়িত অনুরূপ একটি প্রকল্প “Establishment of Computer Labs & Initiate ICT Training in District Level Educational Institutes” “(৬৪ জেলায় ১২৮টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন এবং আইসিটি প্রশিক্ষণ চালুকরণ প্রকল্প)” ডিসেম্বর ২০১০ সালে শেষ হয়। এই প্রকল্পের মাধ্যমে ৬৪টি জেলা পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ১৬টি কম্পিউটার বিশিষ্ট ১২৮ টি এবং ৯টি কম্পিউটার বিশিষ্ট ৬৪টি মোট ১৯২টি কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন করাসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক এক্সেসারিজ বিতরণ করা হয়। এ প্রকল্পের আওতায় কম্পিউটার বিষয়ের উপর ১০৮৮ জন শিক্ষককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। । এই প্রকল্পের অধীনে নিয়োগকৃত সহকারী প্রোগ্রামার দ্বারা ল্যাবগুলো রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালিত হয়। প্রকল্পটি শেষ হওয়ার পরও আইসিটি/সি এস/সিএসই ডিগ্রিধারী ব্যক্তির ঘাটতি থেকে যায়। ঘাটতি মোকাবেলার জন্য এবং তৃণমূল পর্যায়ে আইসিটি প্রশিক্ষিত জনবলের শূন্যতা পূরণের সেতুবন্ধন হিসেবে নুতন প্রকল্প হিসেবে “Basic ICT skill transfer up to Upazila level” প্রকল্প গ্রহণ করা হয়।

বিশ্বায়নের যুগে, বাংলাদেশের মত একটি দেশের আইটি সহায়ক কেন্দ্রের জন্য সঠিক কৌশল প্রয়োগ প্রয়োজন। তৃণমূল পর্যায়ে আইসিটি শিক্ষা প্রচার এবং সম্প্রসারণ বর্তমান প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য। সরকার ২০২১ সালের মধ্যে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তুলতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এই প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের মাধ্যমে আইসিটি শিক্ষা বাংলাদেশে সম্প্রসারণ করতে আলোচ্য প্রকল্প অনেক অবদান রেখেছে।

৮। প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

এই প্রকল্পের সুদূরপ্রসারী লক্ষ্য হচ্ছে জ্ঞাননির্ভর সমাজ প্রতিষ্ঠা, দেশব্যাপী তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিতে দক্ষতা সম্পন্ন জনশক্তির উন্নয়ন, গ্রাম ও শহরের জনসাধারণের মধ্যে বিদ্যমান আইটি বৈষম্য বিশেষতঃ সফটওয়্যার , হার্ডওয়্যার ও তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নির্ভর সেবার ক্ষেত্রে রয়েছে তা কমিয়ে আনা; যাতে করে, এটা জাতীয় অর্থনীতিতে অবদান রেখে ভিশন:২০২১ অনুযায়ী ডিজিটাল বাংলাদেশ অর্জনে ভূমিকা পালন করে।

প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট কয়েকটি লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ উল্লেখ করা হল :

(ক) সরকারের ভিশন:২০২১ ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নের লক্ষ্য পূরণে প্রয়োজনীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিতে দক্ষ মানব সম্পদের উন্নয়ন করা।

(খ) তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নির্ভর দক্ষতা বিশেষত: কম্পিউটার বিষয়ক দক্ষতা দেশের তৃণমূল পর্যায়ে ছড়িয়ে দেওয়া।

(গ) জেলা এবং উপজেলা পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের জন্য কম্পিউটার শিক্ষা বিষয়ে বিশেষ প্রশিক্ষণের আয়োজন করা।

(ঘ) তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি শিক্ষার সম্প্রসারণে সরকারী কর্মকর্তা এবং উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ের ই-সেবা কেন্দ্র পরিচালকদের জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান করা।

(ঙ) তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে ব্যবস্থাপনা দক্ষতার উন্নয়নের দ্বারা মানবসম্পদের বিকাশ করা।

(চ) মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে কম্পিউটার শিক্ষাকে ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে ত্বরানিত ও এ বিষয়ে উৎসাহী করার জন্য কম্পিউটার ব্যবহারের সুযোগ সৃষ্টি করা।

(ছ) তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি দক্ষতা সম্পন্ন জনশক্তি সরবরাহ করে বিশ্বের দ্রুত বর্ধমান আইসিটি মার্কেটে প্রবেশ করা।

(জ) তৃণ পর্যায়ের জন্য কম্পিউটার ও আইসিটি প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে মানদন্ড ও প্রয়োজনীয় নির্দেশনা নিরূপণ করা।

৯। প্রকল্প অনুমোদনঃ

আলোচ্য প্রকল্পটি ৩০/১২/২০১০ তারিখে ১৯৪৮.৯৩ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জানুয়ারি ২০১১ হতে ডিসেম্বর, ২০১৩ বাস্তবায়ন মেয়াদে অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে ২০/১১/২০১২ তারিখে ১৯৪.০৭ টাকা ব্যয় বৃদ্ধি করে মোট ২১৪৩.০০ লক্ষ টাকায় প্রকল্পের মেয়াদ জুন, ২০১৪ পর্যন্ত বর্ধিত করে সংশোধন করা হয় । অতপরঃ ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে ২৫/০৫/২০১৪ তারিখের ডিপিইসি সভায় আন্ত:খাত সমন্বয় করা হয়।

১০। প্রকল্পের অর্থায়নঃ

প্রকল্পের মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ২১৪৩.০০ লক্ষ টাকা, যার পুরোটাই বাংলদেশ সরকারের অনুদানে বাস্তবায়িত হয়েছে।

১১। পরিদর্শনঃ

আইএমই বিভাগের পরিচালক (শক্তি) জনাব মোঃ নিয়াজুল হক গত ১৭/০২/২০১৫ তারিখে প্রকল্প অফিস পরিদর্শন করেন। এ সময় প্রকল্প পরিচালকসহ প্রকল্পের অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত থেকে সহায়তা প্রদান করেন।

১২। প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনঃ

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	প্রকৃত অর্জন
ক. সরকারের ভিশন ২০২১:" ডিজিটাল বাংলাদেশ" লক্ষ্য পূরণের জন্য আইসিটিতে দক্ষ মানব সম্পদ উন্নয়ন	ভিশন ২০২১:. ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নে প্রতিটি উপজেলার অন্তত ১৫ জন শিক্ষককে (স্কুল ও কলেজ) সরকারের লক্ষ্য পূরণের জন্য আইসিটিতে দক্ষতা অর্জনের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।
খ. তৃণমূল পর্যায়ে আইসিটি ভিত্তিক দক্ষতা বিশেষ করে কম্পিউটার সম্পর্কিত দক্ষতা অর্জন	প্রকল্পের সহকারী প্রোগ্রামারগণ ছাত্র, শিক্ষকসহ UDC (Union Digital Centre) উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণ দিয়ে প্রযুক্তিগতভাবে দক্ষতা অর্জনে সহায়তা প্রদান করেছে।
গ. জেলা / উপজেলা পর্যায়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে র শিক্ষকদের জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা ।	ICT Skill and Teacher Led Content Development শীর্ষক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সারা দেশের ৪৮৭টি উপজেলার নির্বাহী অফিসারের তত্বাবধানে ৫০৪টি ব্যাচে ১৫ জন করে মোট ৭৫৬০ জন মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
ঘ. ইউনিয়ন ই-কেন্দ্র অপারেটরদের আইসিটি প্রশিক্ষণ প্রদান ও আইসিটি শিক্ষার সম্প্রসারণ।	২০১২ সালে প্রায় ৯০০০ UDC অপারেটরদের একটি রিফ্রেশারস প্রশিক্ষণ ১৩৮টি কম্পিউটার ল্যাবে এ পরিচালিত হয়। প্রকল্পে র সহকারী প্রোগ্রামারগণ এ প্রশিক্ষণ প্রদান করেন।
ঙ. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমে ব্যবস্থাপনা দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য মানব সম্পদ গড়ে তোলা।	এই প্রকল্পের আওতায় ৮৮২০ শিক্ষক এবং ৯০০০ এর অধিক UDC অপারেটরদের বিভিন্ন সময়ে এই প্রকল্পের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এতে প্রশিক্ষণার্থীরা এ প্রশিক্ষ নের মাধ্যমে তাদের আইসিটি বিষয়ে দক্ষতা উন্নয়ন করতে সক্ষম হবে।
চ. কম্পিউটার সুবিধা প্রদান করে এসএসসি ও এইচএসসি পর্যায়ে কম্পিউটার শিক্ষা অনুপ্রাণিত করা।	যে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে সে প্রতিষ্ঠানগুলোত কম্পিউটার বিষয়ে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে এসএসসি ও এইচএসসি পর্যায়ে কম্পিউটার শিক্ষাকে ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে নিতে উৎসাহিত করা হয়। ১৩৮টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যেখানে সহকারী প্রোগ্রামারগণ কর্মরত ছিল সে সকল প্রতিষ্ঠান থেকে নেয়া তথ্য থেকে দেয়া যায় ২০১১-২০১২ সেশনে ১৫২৩২ জন, ২০১২-২০১৩ সেশনে ১৬৯৪৮ এবং ২০১৩-২০১৪ সেশনে ৩৯২২৫ জন শিক্ষার্থী কম্পিউটার শিক্ষাকে ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে নিয়েছেন। প্রাপ্ত তথ্য থেকে দেখা যায় শিক্ষার্থীদের মাঝে কম্পিউটার শিক্ষাকে ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে নেয়ায় প্রবনতা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেয়েছে।

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	প্রকৃত অর্জন
ছ. দক্ষ আইসিটি জনশক্তি রপ্তানির দ্বারা দ্রুত ক্রমবর্ধমান বিশ্বের আইসিটি বাজারে প্রবেশ করানো এবং তুলনামূলক সুবিধা লাভ করা।	প্রকল্পের মাধ্যমে প্রায় ১,৭০,০০০ ছাত্রকে আইসিটিতে দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। এদের অনেকেই দেশে বিদেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ পাবে।
জ. তৃণমূল পর্যায়ে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ এর জন্য মান নির্ধারণ।	প্রকল্পের মেয়াদে জেলা পর্যায়ে ১৩৮ জন সহকারী প্রোগ্রামার বিসিসির প্রতিনিধি হিসেবে ছিলেন। বিসিসির এ প্রতিনিধির জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে র শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক দের প্রশিক্ষণ প্রদান করেণ এবং পরবর্তীতে প্রশিক্ষিত এ শিক্ষকরা তাদের নিজস্ব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অন্যান্য শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান করেন।

১৩। প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্যঃ

প্রকল্পের শুরু শেষ পর্যন্ত নিম্নোক্ত ৭ জন কর্মকর্তা বিভিন্ন মেয়াদে প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন। প্রকল্প পরিচালকগণের কার্যকাল নিম্নরুপঃ

ক্র: নং	নাম	মেয়াদকাল
১	**সরকার আবুল কালাম আজাদ**	**০৯.০১.২০১১ থেকে ০২.০৫.২০১১**
২	**ছরোয়ার মোস্তফা চৌধুরী**	**০৩.০৫.২০১১ থেকে ১৬.০৬.২০১১**
৩	**সরকার আবুল কালাম আজাদ**	**১৭.০৬.২০১১ থেকে ৩১.০৩.২০১৩**
৪	**ড. মোহাম্মদ আমিন**	**৩১.০৩.২০১৩ থেকে ০৩.০৯.২০১৩**
৫	**মোঃ নূর উদ্দিন আহম্মেদ**	**০৩.০৯.২০১৩ থেকে ১৬.০১.২০১৪**
৬	**মহিদুর রহমান খান**	**৩০.০১.২০১৪ থেকে ১১.০২.২০১৪**
৭	**শ্যামা প্রসাদ বেপারী**	**১১.০২.২০১৪ থেকে ৩১.০৬.২০১৪**

১৪। পর্যবেক্ষণঃ

১৪.১। প্রকল্পের বাজেট থেকে উদ্ধৃত অর্থ ১৪/০৯/২০১৪ তারিখে ৫৯ নং চালানে বাংলাদেশ ব্যাংকের মাধ্যমে সরকারি কোষাগারে জমা দেয়া হয়েছে। উদ্ধৃত ৬৫,৪১,৫৩৬.৫৫ টাকা প্রকল্পে ৩০.০৬.২০১৪ তারিখ পর্যন্ত কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য প্রজেক্ট বেনিফিট হিসেবে বরাদ্দ ছিল। কিন্তু প্রকল্পের কর্মকর্তারা রাজস্ব বাজেটে স্থান্তরের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন থাকায় কর্মকর্তাগণ আইনগতভাবে এ অর্থ না পাওয়ায় তা ১৪/০৯/২০১৪ তারিখে সরকারি কোষাগারে জমা দেয়া হয়। এছাড়া প্রকল্প মেয়াদে বিভিন্ন সময়ে অব্যয়িত অর্থ সরকারী কোষাগারে জমা দেয়ার বিবরণ নিম্নরুপঃ

ক্র: নং	অর্থ বছর	তারিখ	চালান নং	টাকার পরিমান
১.	২০১০-২০১১	২৫/০৭/২০১১	১৫২	২,২০,০৪২.৩৬
২.	২০১১-২০১২	০৫/০৯/২০১২	৩৩২৬	৪৪,২৫২.৪০
৩.	২০১২-২০১৩	১৬/০৭/২০১৩	৫৪০৮২	৭৪,৯১৬.১০
৪.	২০১৩-২০১৪	১৪/০৯/২০১৪	৫৯	৬৫,৪১,৫৩৬.৫৫
	মোট =			৬৮৮০৭৪৭.৪১

১৪.২। " প্রকল্পটি বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের "৬৪টি জেলায় ১২৮টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন ও আইসিটি প্রশিক্ষণ চালুকরণ " প্রকল্পটি র ধারাবাহিকতায় গৃহীত প্রকল্প। ৬৪টি জেলায় ১২৮টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন ও আইসিটি প্রশিক্ষণ চালুকরণ প্রকল্পটি ২০১০ সালে সমাপ্ত হলে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে আই টি বিষয়ক চলমান সকল কার্যক্রম সমন্বয় এবং সরকারী কর্মকর্তা/কর্মচারী, শিক্ষক, ই-সেন্টার পরিচালক ও ছাত্র-ছাত্রীদের কম্পিউটার শিক্ষাসহ আইসিটি বিষয়ে প্রশিক্ষণ চলমান রাখার জন্য জানুয়ারি, ২০১১ সালে ১৪৭ জন জনবলসহ " প্রকল্পটি অনুমোদন করা হয়। " প্রকল্পটি মূলত পূর্বের " ৬৪টি জেলায় ১২৮টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন ও আইসিটি প্রশিক্ষণ চালুকরণ" প্রকল্পের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত মোট ১৯২টি কম্পিউটার ল্যাবের মধ্যে ১২৮টি এবং "প্রকল্পের মাধ্যমে স্থাপিত ১০টি ল্যাবসহ সর্বমোট ১৩৮টি ল্যাবে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রকল্পটি হাতে নেয়া হয়। পূর্বের প্রকল্পের ১২৮টি ল্যাবের ১২৮ ×১৬=২০৪৮টি , ১২৮ ×১=১২৮টি এবং ১২৮×১৬=২০৪৮টি মনিটরের মধ্যে যেগুলি মেয়াদ উত্তীর্ন হবে বা অচল হবে সেগুলি করার জন্য "প্রকল্পের মূল -এর ৪৯০০ খাতে ১৫০ লক্ষ টাকা এবং -তে ৭০.৫০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রাখা হয়। DPP/ RDPP তে বরাদ্দকৃত অর্থ হতে সংশ্লিষ্ট জেলা/প্রতিষ্ঠান হতে যথাযথ চাহিদা পত্র প্রাপ্তির পর OTM (Open Tender Method) এর মাধ্যমে উক্ত প্রতিষ্ঠানগুলির ২৩টি প্রতিষ্ঠানে ১৭৪টি Desktop Computer, ৫১টি প্রতিষ্ঠানে (৪২+৯)=৫১টি Multimedia Projector এবং ৯টি প্রতিষ্ঠানে ৯টি মনিটর Replace করে দেয়া হয়। উল্লেখ্য যে, "Basic ICT Skill Transfer up to Upazila Level" প্রকল্পের মাধ্যমে স্থাপিত ১০টি ল্যাব স্থাপন করা হয় এবং এই ১০টি ল্যাবের জন্য প্রতিটি ল্যাবে ১৬টি করে মোট ১৬০টি PC, ১টি করে মোট ১০টি ল্যাপটপ, ১টি করে মোট ১০টি Multimedia Projector এবং প্রকল্প দপ্তরের জন্য মোট ২টি ল্যাপটপ ক্রয় করা হয়।

১৪.৩ প্রকল্পের আন্ত:খাত সমন্বয়ঃ ২৫/০৫/২০১৪ তারিখে প্রকল্পের আন্ত:খাত সমন্বয় করা হয়। প্রকল্পের আন্ত:খাত সমন্বয়ের প্রক্রিয়াটি নভেম্বর, ২০১৩ এ শুরু হলেও প্রকল্প পরিচালক পদায়নের প্রশাসনিক জটিলতার জন্য প্রকল্প শেষ হবার ১ মাস পূর্বে আন্ত:খাত সমন্বয়ের প্রক্রিয়াটি সমাপ্ত হয়। গত ১৯ মে ২০১৪ তারিখে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সচিবের অনুষ্ঠিত ডিপিইসি সভার সিদ্ধান্তের আলোকে এই আন্ত:খাত সমন্বয় করা হয় মর্মে প্রকল্প পরিচালক জানান।

১৫। বছরওয়ারী এডিপি বরাদ্দ ও ব্যয়ঃ

অর্থ বছর	এডিপি/ আরএডিপিপি বরাদ্দ	বরাদ্দের বিপরীতে ব্যয়
২০১০-১১	২৫০.০০	২৪৭.৮০
২০১১-১২	৫০০.০০	৪৯৯.৫৬
২০১২-১৩	৭৯৩.০০	৭৯২.২৫
২০১৩-১৪	৬০১.০০	৫৩৪.৫৭
	২১৪৪.০০	২০৭৪.১৮

১৬। প্রকল্পের প্রধান প্রধান ক্রয় সংক্রান্ত তথ্যঃ

IFB no/ Package no/ Sub package no	Description of procurement (goods/works/ consultancy) As per bid document	Tender/Bid/Proposal Cost		Tender/Bid/Proposal		Date of completion of works/services and supply of goods	
		As per PP (in lakh Taka)	Contracted value	Invitation date	Contract signing/ L.C opening date	As per contract	Actual
1	2	3	4	5	6	7	8
Package-1	Supply of PC, Laptops, Printers, UPS, Projector, Furniture, AC, etc	১,২০,০০,০০০	১,১৫,৩৩,১৫০	১৬/০১/১১	২৩/০৫/১১	১৮/০৭/১১	২৯/০৬/১১
Package-2	Supply of CPU, Monitor, Switch, Projector & other accessories	৫০,০০,০০০	৪৪,৯৩,১৪২	২৯/০২/১২	৩০/০৫/১২	২৮/০৬/১২	২৮/০৬/১২
Package-3	Supply of multimedia projector	২০,৫০,০০০	১৮,৮৯,৮৭৪	০৭/০২/১৩	১৩/০৬/১৩	১৬/০৭/১৩	৩০/০৭/১৩

প্রকল্প বাস্তবায়ন কার্যক্রমের স্থিরচিত্রঃ



চিত্র-১- UDC উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান।



চিত্র-২- প্রশিক্ষণরত স্কুল শিক্ষা



চিত্র-৩- প্রকল্পের আওতায় স্থাপিত ল্যাব।



চিত্র-৭- "হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ"

১৭| বাস্তবায়ন সমস্যা :

১৭.১ তৃণমুল পর্যায়ে সহকারী প্রোগ্রামারদের কাজের সমন্বয়ের কর্তৃপক্ষ না থাকায় সমন্বয়ের অভাব ছিল।। তারা DC অফিস, প্রোজেক্ট অফিস , এবং এ-টু-আই ওয়েব পোর্টাল এর কাজে ব্যস্ত থাকতেন। এই প্রকল্পের কার্য ক্রম যথাযথভাবে পরিচালিত হচ্ছে কিনা তা তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ নিয়মিত মনিটরিং করলে এই সমস্যা এড়ানো যেত।

১৭.২ নিরবিছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য জেনারেটর থাকা অপরিহার্য। ল্যাবের সার্বিক কাজ পরিচালনার ও দেখাশুনার জন্য একজন অফিস সহকারীর প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

১৭.৩ কোথাও কোথাও সহকারী প্রোগ্রামারদের সাথে প্রতিষ্ঠান প্রধানদের অসহযোগিতার মনোভাব কাজে বিঘ্ন সৃষ্টি হয়েছে। স্কুল শিক্ষকদের মধ্য থেকে ল্যাব পরিচালনার জন্য আই টিতে প্রশিক্ষিত শিক্ষক থাকা দরকার।

১৭.৪ ল্যাব ব্যবস্থাপনায় নিয়জিত শিক্ষক/ সহকারী প্রোগ্রামারদের অফিস ব্যবাস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ নেই যার প্রয়োজন রয়েছে।

১৭.৫ জেলা পর্যায়ে ইন্টরনেটের গতি অত্যন্ত খারাপ । এতে তথ্য যোগাযোগ বিষয়ে সুফল পাওয়া যাচ্ছেনা।

১৭.৬ ল্যাব রক্ষনাবেক্ষণ বাবদ প্রকল্প বা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের কোন বরাদ্দ নেই ফলে সামান্য ত্রুটির জন্য কোথাও কোথাও কম্পউটারসহ অন্যান্য যন্ত্রপাতি অচল হয়ে পড়ে আছে।

১৭.৬ সকল সরকারী-বেসরকারী স্কুল-কলেজ ও মাদ্রাসায় কম্পিউটার ল্যাব নাই। কিছু শিক্ষার্থীদের কম্পিউটার ভীতি আছে এবং তথ্য-প্রযুক্তির সাথে সকল শিক্ষার্থীর পরিচয় নেই।

১৮। সুপারিশঃ

১৮.১ প্রকল্পের অর্থ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত কম্পিউটার ল্যাবগুলোকে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অংশ ও সম্পদ হিসেবে বিবেচনা করতে হবে। পুরনো কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক যন্ত্রাংশ যথাযথ মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ সহ প্রয়োজনীয় সকল দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে দিতে হবে। এজন্য প্রতিষ্ঠানেরই প্রয়োজনীয় বরাদ্দ থাকা প্রয়োজন।

১৮.২ প্রশিক্ষণ ও ব্যবস্থাপনায় দক্ষ স্থায়ী প্রশিক্ষকের মাধ্যমে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ল্যাবগুলো সচল রাখা প্রয়োজন। সাথে সাথে প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহের জন্য শিক্ষার্থীদের থেকে নূন্যতম ফি ধার্য্য করা যেতে পারে।

১৮.৩ একাধিক প্রশিক্ষক এবং সহকারীর মাধ্যমে ল্যাবগুলোর সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করা প্রয়োজন। এজন্য বিসিসির বিভাগীয় অফিস কর্তৃক নিয়মিত পরিদর্শন নিশ্চিত করতে হবে।

১৮.৪ তৃণমূলপর্যায়ে আইসিটি ভিত্তিক দক্ষতা বিশেষ করে ক ম্পিউটার সম্পর্কিত দক্ষতা ছড়িয়ে দেয়ার লক্ষ্যে নির্দিষ্ট রুটিন অনুযায়ী প্রশিক্ষণ চালু রাখা যেতে পারে। ইন্টারনেটের মাধ্যমে বহির্বিশ্বের সাথে যোগাযোগসহ অন্যান্য সুবিধা প্রাপ্তির লক্ষ্যে তৃণমূল পর্যায়ে এর ব্যবহার বৃদ্ধিকল্পে ল্যাবসমূহে স্থাপিত ইন্টারনেট সুবিধার যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করা যেতে পারে।

১৮.৫ প্রকল্পের প্রতিষ্ঠানের সকল শিক্ষকের জন্য আইসিটি প্রশিক্ষণ বাধ্যতামূলক করা যেতে পারে। ক্লাশে শিক্ষকদের জন্য Power Point Presentation এর মাধ্যমে শিক্ষা প্রদানে উৎসাহিত করতে হবে।

১৮.৬ সকল সরকারী-বেসরকারী স্কুল কলেজ ও মাদ্রসায় কম্পিউটার ল্যাব করা প্রয়োজন। ল্যাব ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা হলে শিক্ষার্থীদের কম্পিউটার ভীতি দূর হবে এবং তথ্য-প্রযুক্তির সাথে সকল শিক্ষার্থীদের পরিচয় ঘটবে।

১৮.৭ আইসিটি শিক্ষার সম্প্রসারণের জন্য স্থানীয় তরুণদের ও উপজেলা/ইউনিয়নের ই-সেন্টার অপারেটরদের প্রশিক্ষত করার জন্য নিয়মিত আইসিটি প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে।

১৮.৮ আইসিটি বিষয়ে স্থানীয় আগ্রহীদের প্রকল্পের ল্যাব ইন্টারনেট/সাইবার সেন্টার হিসাবে ব্যবহার করার ব্যবস্থা রাখা যেতে পারে। তবে ল্যাবটি স্থানীয় সাইবার সেন্টার হিসেবে ব্যবহার করতে হলে নিরাপত্তার বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে।

১৮.৯ বিশ্ব আইসিটি বাজারে প্রবেশ এবং তুলনামূলক সুবিধা লাভ করার জন্য দক্ষ আইসিটি জনশক্তি তৈরী ও তাদেরকে বিদেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির কর্মসূচী গ্রহন করা যেতে পারে।

১৮.১০ চলমান প্রকল্পের লব্ধ অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে পরবর্তীতে E-learning এবং Digital Content উন্নয়ন এবং শিক্ষা ক্ষেত্রে সব সময় ব্যবহার বিষয়ক একটি প্রকল্প গ্রহন করা যেতে পারে।

১৮.১১ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ/ শিক্ষা মন্ত্রণালয় এ প্রকল্পের আওতায় প্রতিটি উপজেলায় আইসিটিতে প্রশিক্ষিত শিক্ষকদেরকে স্ব স্ব উপজেলার শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দেয়ার দায়িত্ব প্রদান করতে পারে।

১৮.১২ ঘন ঘন প্রকল্প পরিচালক রদবদল প্রকল্প বাস্তবায়নে সমস্যা সৃষ্টি করে। তাই প্রকল্প বাস্তবায়নকালে প্রকল্প পরিচালক রদবদল পরিহার করতে হবে।

১৮.১৩ সমাপ্ত প্রকল্পের দ্রুত External Audit সম্পন্ন করতে হবে এবং Audit প্রতিবেদন আই এম ই বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।

১৮.১৪ অনুচ্ছেদ ১৮.১ হতে অনুচ্ছেদ ১৮.১৩ এর বিষয়ে গৃহীত পদক্ষেপ দ্রুত আই এম ই বিভাগকে অবহিত করকে হবে।